The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ঔপনিবেশিক বাংলায় কান্দি রাজপরিবার : জমিদারি ব্যবস্থা ও স্থানীয় সমাজ-অর্থনীতির রূপান্তর (১৮শ–২০শ শতক)

Koushik Mondal
M.A. (History), University of Kalyani, SET Qualified
DOI: *https://doi.org/10.70798/tgjct/010400014*

Abstract

ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে জমিদারি ব্যবস্থা একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বিবেচিত। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার শ্রেণিকে ভূমি রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী অধিকার প্রদান করা হয়, যার ফলে বাংলার গ্রামীণ সমাজে এক নতুন ক্ষমতা-কাঠামো গড়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি রাজপরিবার এই জমিদারি ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। এই গবেষণাপত্রে কান্দি রাজপরিবারের উদ্ভব, জমিদারি প্রশাসনের কাঠামো এবং স্থানীয় সমাজ-অর্থনীতিতে তাদের বহুমাত্রিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অবকাঠামো উন্নয়নে এই পরিবারের ভূমিকাও আলোচনার আওতায় এসেছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে জমিদারি ব্যবস্থা একদিকে কৃষক সমাজের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলেও, অন্যদিকে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এই গবেষণা ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রামীণ সমাজের রূপান্তর বোঝার ক্ষেত্রে একটি আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে।

Keywords: *ঔপনিবেশিক বাংলা, কান্দি রাজপরিবার, জমিদারি ব্যবস্থা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, মুর্শিদাবাদ, গ্রামীণ সমাজ।*

ভূমিকা

ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাসে জমিদারি ব্যবস্থা একটি জটিল ও বহুমাত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিত। ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্নে বাংলার রাজস্ব প্রশাসন ছিল অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। নবাবি আমলে রাজস্ব সংগ্রহের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো ছিল না; বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে কর আদায় করা হতো। এই বিশৃঙ্খলা দূর করে একটি সুশৃঙ্খল ও পূর্বানুমানযোগ্য রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার একাধিক ভূমিনীতি গ্রহণ করে। সেই নীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবসম্পন্ন ছিল ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (Permanent Settlement)। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিদারদের ভূমি রাজস্ব আদায়ের স্থায়ী অধিকার দেওয়া হয় এবং তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানে আইনত দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে।[1]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় একটি শক্তিশালী জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, যারা গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। জমিদাররা কেবল ভূমি রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পালন করেনি, অনেক ক্ষেত্রে তারা স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। এই দ্বৈত চরিত্রই জমিদারি ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এতটা জটিল করে তুলেছে।

মুর্শিদাবাদ জেলা নবাবি আমল থেকেই বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে বিভিন্ন প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের উদ্ভব হয়, যাদের মধ্যে কান্দি রাজপরিবার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কান্দি অঞ্চলটি মূলগতভাবে কৃষিনির্ভর হওয়ায় সেখানকার জমিদাররা কৃষি উৎপাদন ও রাজস্ব ব্যবস্থার উপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত।

কান্দি রাজপরিবার শুধু জমিদারি প্রশাসনের মাধ্যমেই প্রভাব বিস্তার করেনি; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে স্থানীয় সমাজের উন্নয়নেও তারা অবদান রেখেছে। এই কারণে কান্দি রাজপরিবারের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রামীণ সমাজের পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ঔপনিবেশিক বাংলায় কান্দি রাজপরিবারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা এবং জমিদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় সমাজ-অর্থনীতিতে যে রূপান্তর ঘটেছিল তা মূল্যায়ন করা।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলার জমিদারি ব্যবস্থা নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার একটি সমৃদ্ধ ধারা রয়েছে। রণজিৎ গুহ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ A Rule of Property for Bengal-এ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে জমিদার শ্রেণির উদ্ভব এবং ব্রিটিশ রাজস্বনীতির সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন।[2] তিনি দেখিয়েছেন যে জমিদারি ব্যবস্থা ব্রিটিশ উপনিবেশিক প্রশাসনের একটি কৌশলগত হাতিয়ার ছিল, যার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছিল। গুহের বিশ্লেষণ মূলত ইউরোপীয় রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধারণাগত ভিত্তি পরীক্ষা করে এবং স্পষ্টভাবে দেখায় যে এই ব্যবস্থা মূলত ব্রিটিশ স্বার্থেই পরিকল্পিত হয়েছিল।
বিনয় ভূষণ চৌধুরী তাঁর Peasant History of Bengal গ্রন্থে কৃষক সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন।[3] তাঁর মতে, জমিদারি ব্যবস্থা কৃষকদের উপর একটি স্থায়ী অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিল এবং এর ফলে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি দেখিয়েছেন যে জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত নায়েব, গোমস্তা ও মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষকদের শোষণের প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলেছিল। চৌধুরীর গবেষণা বিশেষভাবে মূল্যবান, কারণ এটি উনিশ ও বিশ শতকের কৃষক আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করে।

সুমিত সরকার তাঁর Modern India গ্রন্থে ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন।[4] তিনি দেখিয়েছেন যে জমিদারি ব্যবস্থা কেবল একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি সামাজিক ক্ষমতার একটি কার্যকর কাঠামো হিসেবেও কাজ করেছে। সরকারের বিশ্লেষণ জমিদারি ব্যবস্থাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে এবং দেখায় যে এই ব্যবস্থা কীভাবে ভারতের মুক্তি আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিল।
তবে কান্দি রাজপরিবারের উপর বিশেষভাবে কেন্দ্র করে গবেষণা তুলনামূলকভাবে অপ্রতুল। মুর্শিদাবাদ জেলার আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক কিছু গবেষণায় এই পরিবারের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ খুব কম হয়েছে। মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার এই অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য সরবরাহ করে, কিন্তু সেটি প্রধানত প্রশাসনিক তথ্যের সংকলন এবং কোনো একটি পরিবারের সামাজিক ভূমিকা বিশদে বিশ্লেষণ করে না। এই শূন্যতা পূরণ করাই এই গবেষণাপত্রের প্রধান লক্ষ্য। এই ধরনের আঞ্চলিক গবেষণা বৃহত্তর ঐতিহাসিক আখ্যানকে সমৃদ্ধ করে এবং গ্রামীণ সমাজের রূপান্তরের আরও সূক্ষ্ম চিত্র উপস্থাপন করে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত ঐতিহাসিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়েছে। এখানে প্রাথমিক এবং গৌণ — উভয় ধরনের উৎস ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ প্রশাসনিক নথি, মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার এবং উনিশ ও বিশ শতকের জনগণনা প্রতিবেদন। এই সমস্ত নথি থেকে কান্দি অঞ্চলের জনসংখ্যা, কৃষি উৎপাদন এবং রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত ব্রিটিশ কালেক্টরদের রিপোর্ট এবং রাজস্ব সেটেলমেন্টের দলিলগুলো এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য ধারণ করে।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

গৌণ উৎসের মধ্যে রয়েছে আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ, যেখানে বাংলার জমিদারি ব্যবস্থা এবং কৃষক সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই উৎসগুলো কান্দি রাজপরিবারের ইতিহাসকে বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে সাহায্য করে।

পদ্ধতিগতভাবে এই গবেষণায় একটি তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছে। কান্দি রাজপরিবারের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের অন্যান্য জমিদার পরিবারের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কান্দি রাজপরিবারের বিশিষ্টতা ও বৈশিষ্ট্যগুলো আরও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। এই সমস্ত উৎস বিশ্লেষণ করে কান্দি রাজপরিবারের ভূমিকা এবং জমিদারি ব্যবস্থার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়েছে।

কান্দি রাজপরিবারের ঐতিহাসিক পটভূমি

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। নবাবি আমলে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানী হওয়ার ফলে এই অঞ্চলে বহু প্রভাবশালী জমিদার পরিবারের উদ্ভব ঘটে। সেই জমিদার পরিবারগুলির মধ্যে কান্দি রাজপরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের জমিদাররা নবাবি প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত। তারা রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে নবাবি প্রশাসনকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করত এবং বিনিময়ে স্থানীয় প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত।[5] এই সম্পর্ক ছিল পারস্পরিক নির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত — নবাব পেতেন রাজস্ব, আর জমিদার পেত আঞ্চলিক ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা।

কান্দি অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান কৃষির জন্য অত্যন্ত অনুকূল ছিল। ভাগীরথী নদীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এই অঞ্চলে উর্বর পলি মাটি জমা হয়, এবং ধানসহ বিভিন্ন কৃষিজ ফসল উৎপাদনের জন্য এটি উপযুক্ত হয়ে ওঠে। ফলে এই অঞ্চলের জমিদাররা কৃষি অর্থনীতির উপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। কৃষি উৎপাদনের এই প্রাচুর্যই কান্দি রাজপরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ প্রশাসন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার পর কান্দি রাজপরিবারের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়। জমিদাররা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা লাভ করে এবং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার পায়। এর ফলে তারা গ্রামীণ সমাজে একটি শক্তিশালী সামাজিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। পূর্বে যেখানে তাদের ক্ষমতা নবাবি অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল, সেখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরে সেই ক্ষমতা একটি আইনি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ারের তথ্য অনুযায়ী, উনিশ শতকে কান্দি অঞ্চল ধান উৎপাদনের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত ছিল এবং স্থানীয় কৃষি অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত হতো।[6] এই কৃষি সমৃদ্ধিই কান্দি রাজপরিবারের প্রশাসনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক ভিত্তি তৈরি করেছিল

জমিদারি ব্যবস্থা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

১৭৯৩ সালে গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এই নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের জন্য একটি নিয়মিত ও স্থিতিশীল রাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এর মাধ্যমে জমিদারদের স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তারা কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার লাভ করে। এই ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে রাজস্বের পরিমাণ একবার নির্ধারিত হলে তা আর পরিবর্তন করা হতো না, ফলে ব্রিটিশ সরকার একটি নিশ্চিত আয়ের উৎস লাভ করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলায় একটি নতুন সামাজিক কাঠামো তৈরি হয়। জমিদাররা গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাদের অধীনে মধ্যস্বত্বভোগী, নায়েব-গোমস্তা এবং কৃষক শ্রেণির মধ্যে একটি জটিল সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই বহুস্তরীয় কাঠামোতে প্রতিটি স্তর নিচের স্তর থেকে সুবিধা আহরণ করত, যা শেষ পর্যন্ত কৃষকের উপর সবচেয়ে বেশি চাপ তৈরি করত।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কান্দি অঞ্চলেও এই ব্যবস্থার প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। জমিদাররা কৃষি উৎপাদনের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখত এবং কৃষকদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায় করত। অনেক ক্ষেত্রে জমিদাররা মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করত, যার ফলে কৃষকদের উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ সৃষ্টি হতো। মধ্যস্বত্বভোগীরা নিজেদের জন্য কিছু অংশ রেখে বাকিটা জমিদারকে দিত, এবং এই প্রক্রিয়ায় কৃষকদের উপর যে পরিমাণ খাজনা ধার্য হতো তা প্রায়ই তাদের আয়ের একটি বড় অংশ গ্রাস করত।

রণজিৎ গুহ তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মূলত ব্রিটিশ প্রশাসনের স্বার্থ রক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিল এবং এটি গ্রামীণ সমাজে একটি স্থায়ী সামাজিক বৈষম্যের কাঠামো নির্মাণ করে। এই কাঠামো একদিকে ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব সংগ্রহকে নিশ্চিত করেছিল, অন্যদিকে জমিদার শ্রেণিকে একটি স্থায়ী সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে কান্দি রাজপরিবারের জমিদারি প্রশাসনও একই কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হতো। জমিদাররা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি রাজস্ব প্রদানে দায়বদ্ধ ছিল এবং এই কারণে তারা কৃষকদের কাছ থেকে নিয়মিত খাজনা আদায় করত। তবে এর পাশাপাশি জমিদাররা স্থানীয় উন্নয়নেও কিছু ভূমিকা রেখেছিল, যা তাদের সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখতে সাহায্য করত।

কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ

ঔপনিবেশিক যুগে কান্দি অঞ্চলের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর ছিল। ধান ছিল এই অঞ্চলের প্রধান ফসল এবং এটি স্থানীয় অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে কাজ করত। এর পাশাপাশি পাট, সরিষা ও অন্যান্য ফসলও চাষ হতো, তবে ধানই ছিল প্রধান নগদ ফসল যার উপর ভিত্তি করে খাজনা নির্ধারণ করা হতো।

কৃষি উৎপাদনের উপর জমিদারদের নিয়ন্ত্রণ থাকার ফলে গ্রামীণ সমাজে একটি স্পষ্ট শ্রেণিবিন্যাস গড়ে ওঠে। সাধারণত এই কাঠামোতে তিনটি প্রধান শ্রেণি দেখা যায়: প্রথমত, জমিদার — যারা জমির মালিক ও রাজস্ব আদায়কারী; দ্বিতীয়ত, মধ্যস্বত্বভোগী বা পাইকার — যারা জমিদার ও কৃষকের মধ্যে মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন করত; তৃতীয়ত, কৃষক ও ভাগচাষি — যারা প্রকৃত উৎপাদনকারী কিন্তু সবচেয়ে কম সুবিধাভোগী।

বিনয় ভূষণ চৌধুরী তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে এই কাঠামোর ফলে কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা ঋণের জালে জর্জরিত হয়ে পড়ে।৭ মহাজন ও সুদখোরদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে খাজনা মেটানো একটি সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছিল, এবং সেই ঋণের চক্র থেকে বেরিয়ে আসা কৃষকদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ত। ফলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে কৃষক পরিবারগুলো দারিদ্র্যের মধ্যে আটকে থাকত।

তবে একই সঙ্গে জমিদাররা স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নেও কিছু ভূমিকা পালন করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা রাস্তা নির্মাণ, পুকুর খনন এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণে অর্থ ব্যয় করত। পুকুর খনন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এটি সেচের কাজে ব্যবহৃত হতো এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করত। এই ধরনের কাজগুলো একদিকে স্থানীয় সমাজের জন্য কিছুটা উপকারী ছিল, অন্যদিকে জমিদারের সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করত।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারদের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন হওয়ার নজির পাওয়া যায়। কান্দি অঞ্চলেও এই ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় সমাজে শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে জমিদারি ব্যবস্থা একদিকে কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করেছিল, অন্যদিকে স্থানীয় সমাজে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়নেও ভূমিকা রেখেছিল।

সমাজ ও সংস্কৃতিতে কান্দি রাজপরিবারের ভূমিকা

ঔপনিবেশিক বাংলায় জমিদার শ্রেণি কেবল অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল না; তারা স্থানীয় সমাজ ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও কাজ করত। কান্দি রাজপরিবারও এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে এই পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, মন্দির নির্মাণ এবং সামাজিক উৎসবের আয়োজন করতেন। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা স্থানীয় সমাজে নিজেদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব বজায় রাখতেন। ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতা জমিদারদের

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

ক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল — এটি এক ধরনের নৈতিক কর্তৃত্ব প্রদান করত, যা নিছক অর্থনৈতিক ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি গভীরে প্রোথিত ছিল।

উনিশ শতকে বাংলায় যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ ঘটে, তার প্রভাব মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেও পড়েছিল। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কারকদের আন্দোলন বাংলার সামাজিক চেতনাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করছিল। এই পরিবর্তনের ঢেউ মুর্শিদাবাদের জমিদার পরিবারগুলোকেও প্রভাবিত করেছিল। অনেক জমিদার পরিবার শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কান্দি রাজপরিবারও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় সহায়তা করেছিল।

ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায় যে কান্দি অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জমিদার পরিবারের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হতো। মক্তব ও পাঠশালা থেকে শুরু করে ইংরেজি শিক্ষার বিদ্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে জমিদারদের অর্থায়ন এই অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল।

শিক্ষা ছাড়াও ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জমিদারদের অংশগ্রহণ স্থানীয় সমাজে একটি ঐক্যবদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি করেছিল। অনেক ক্ষেত্রে তারা দুর্গাপূজা, রাস উৎসব এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এই উৎসবগুলো কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল না; এগুলো স্থানীয় সমাজের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। হাজার হাজার মানুষ এই উৎসবে অংশগ্রহণ করত এবং এই মাধ্যমে জমিদাররা তাদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রদর্শন করত।

এই ধরনের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জমিদাররা শুধু নিজেদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা করেনি, বরং স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশেও অবদান রেখেছে। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় শিল্পী, কারিগর ও সংস্কৃতিসেবীরা জীবিকা নির্বাহ করতে পারত, যা এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

ঔপনিবেশিক রাজনীতি ও জমিদার শ্রেণি

ঔপনিবেশিক যুগে জমিদার শ্রেণি অনেক সময় ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখত। ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের উপর নির্ভর করত রাজস্ব সংগ্রহ এবং গ্রামীণ প্রশাসনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতা একটি জটিল রাজনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করেছিল।

এই কারণে অনেক জমিদার ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত ছিল এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জমিদারদের স্থানীয় প্রশাসক হিসেবে ব্যবহার করত এবং বিনিময়ে তাদের জমি ও ক্ষমতা রক্ষা করত। এই ব্যবস্থা উভয় পক্ষের জন্যই লাভজনক ছিল — ব্রিটিশরা বিশাল গ্রামীণ এলাকা শাসন করার জন্য স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী পেত, আর জমিদাররা তাদের সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থন পেত।

তবে উনিশ শতকের শেষভাগ এবং বিশ শতকের শুরুতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলন বাংলার জমিদার শ্রেণিকে একটি কঠিন রাজনৈতিক পছন্দের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কিছু জমিদার পরিবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, যদিও অনেক জমিদার ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে জমিদারদের রাজনৈতিক ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা কখনও প্রশাসনিক সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে, আবার কখনও সামাজিক নেতৃত্ব প্রদান করেছে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের পরে যখন স্বদেশী আন্দোলন তীব্র হয়, তখন কিছু জমিদার আন্দোলনে অংশ নেয়, আবার কেউ কেউ ব্রিটিশ অনুগত হিসেবেই থাকে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে জমিদার শ্রেণি ঔপনিবেশিক বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং তাদের রাজনৈতিক অবস্থান সবসময় একমাত্রিক ছিল না।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

জমিদারি ব্যবস্থার পতন ও বিলুপ্তি

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়। অনেক ইতিহাসবিদ এবং রাজনৈতিক নেতা মনে করতেন যে জমিদারি ব্যবস্থা গ্রামীণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং কৃষকদের উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতারা ভূমি সংস্কারকে একটি মূল অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করেছিলেন।

এই প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারি ব্যবস্থা বিলোপের উদ্যোগ নেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালে West Bengal Estate Acquisition Act প্রণয়ন করা হয়, যার মাধ্যমে জমিদারি ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত করা হয়।৮ এই আইনটি ছিল একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সূচনা, যা প্রায় দেড় শতক ধরে চলে আসা একটি ব্যবস্থার অবসান ঘটায়।

এই আইনের মাধ্যমে জমিদারদের ভূমির উপর অধিকার সীমিত করা হয় এবং কৃষকদের অধিক অধিকার প্রদান করা হয়। রাজ্য সরকার জমিদারদের কাছ থেকে জমি অধিগ্রহণ করে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে বন্ড প্রদান করে। এর ফলে বাংলার গ্রামীণ সমাজে একটি নতুন ভূমি ব্যবস্থার সূচনা ঘটে। যে কৃষকরা বছরের পর বছর ধরে জমিদারের কাছে খাজনা দিয়ে আসছিল, তারা এখন নিজেদের জমির মালিক হওয়ার সুযোগ পায়।

কান্দি অঞ্চলেও এই পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে এবং জমিদারি প্রশাসনের অবসান ঘটে। কান্দি রাজপরিবার তাদের বিশাল জমিদারি হারায় এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। যে পরিবার একসময় এই অঞ্চলের সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত, তারা এখন সাধারণ নাগরিকে পরিণত হয়। এর ফলে গ্রামীণ সমাজে একটি নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে, যেখানে জমিদারের ভূমিকা রাষ্ট্র গ্রহণ করে। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, সমবায় সমিতি এবং সরকারি কৃষি ঋণের ব্যবস্থা জমিদারি ব্যবস্থার স্থান নেওয়ার চেষ্টা করে। তবে এই রূপান্তর সহজ ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রে নতুন সমস্যারও উদ্ভব হয়।

বিশ্লেষণ

ঔপনিবেশিক বাংলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে জমিদারি ব্যবস্থা ছিল একটি জটিল সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। একদিকে এটি ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব সংগ্রহের একটি কার্যকর ব্যবস্থা ছিল, অন্যদিকে এটি গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার একটি স্থায়ী কাঠামো তৈরি করেছিল।

কান্দি রাজপরিবারের ইতিহাস এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের মধ্যেই বিশ্লেষণ করা উচিত। জমিদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা স্থানীয় সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাদের ক্ষমতার উৎস ছিল ভূমির মালিকানা, কিন্তু এই ক্ষমতা কেবল অর্থনৈতিক ছিল না — এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

তবে এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যও সৃষ্টি হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে এটি কৃষকদের অধিকার ও কল্যাণের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেনি। ফলে কৃষকরা এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যে আটকে পড়েছিল যেখানে তারা জমি চাষ করত কিন্তু জমির মালিক ছিল না।

অন্যদিকে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে জমিদারদের কিছু অবদানও ছিল। এই দ্বৈত চরিত্রই জমিদারি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। জমিদার শ্রেণিকে সরলভাবে কেবল শোষক বা কেবল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে চিহ্নিত করা সঠিক নয়; তারা ছিল উভয়ই — একই সঙ্গে শোষণকারী এবং পৃষ্ঠপোষক।

এই দ্বৈততা বোঝার জন্য শ্রেণি, সংস্কৃতি এবং রাষ্ট্রক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কান্দি রাজপরিবারের মতো জমিদার পরিবারগুলো ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। তারা একদিকে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থ পরিবেশন করত, অন্যদিকে স্থানীয় সমাজে নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করত।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

আঞ্চলিক ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে কান্দি রাজপরিবারের অধ্যয়ন এই সামগ্রিক ছবিকে আরও সুনির্দিষ্ট করে। এটি দেখায় যে সর্বভারতীয় বা সর্ব-বাংলা স্তরে যে ধারণাগুলো প্রযোজ্য মনে হয়, সেগুলো স্থানীয় স্তরে কীভাবে কার্যকর হয় তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকতে পারে। কান্দির মতো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জমিদারি ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সেই সূক্ষ্মতাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপসংহার

ঔপনিবেশিক বাংলায় কান্দি রাজপরিবার স্থানীয় সমাজ-অর্থনীতির বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জমিদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা কৃষি অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করত এবং গ্রামীণ সমাজে একটি শক্তিশালী সামাজিক শ্রেণি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের ক্ষমতার ভিত্তি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমির মালিকানা এবং রাজস্ব আদায়ের অধিকার।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক চাপও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে গ্রামীণ সমাজে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং কৃষক শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্য ও ঋণের চক্রে আটকে যায়। এই অর্থনৈতিক শোষণই জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের পটভূমি তৈরি করেছিল।

তবে একই সঙ্গে শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে জমিদারদের অংশগ্রহণ স্থানীয় সমাজে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনও নিয়ে আসে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ধর্মীয় উৎসবের পৃষ্ঠপোষকতা এবং অবকাঠামো উন্নয়নে জমিদারদের অবদান এই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এই গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কান্দি রাজপরিবারের ইতিহাস ঔপনিবেশিক বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। এই আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে স্থানীয় বাস্তবতার সংযোগ স্থাপন করে এবং জমিদারি ব্যবস্থার জটিলতাকে আরও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে আরও আর্কাইভাল গবেষণা পরিচালিত হলে আঞ্চলিক ইতিহাসের নতুন দিক উন্মোচিত হতে পারে এবং ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রামীণ জীবনের আরও বিস্তারিত চিত্র পাওয়া সম্ভব হবে।

পাদটীকা

[1] Murshidabad District Gazetteer, Government of West Bengal, p. 112.

[2] Ranajit Guha, A Rule of Property for Bengal (Paris: Mouton, 1963), pp. 14–18.

[3] B. B. Chaudhuri, Peasant History of Bengal (Calcutta: K. P. Bagchi, 1986), pp. 35–40.

[4] Sumit Sarkar, Modern India 1885–1947 (Delhi: Macmillan, 1983), pp. 22–28.

[5] Murshidabad District Gazetteer, Government of West Bengal, p. 98.

[6] Ibid., p. 145.

[7] Chaudhuri, Peasant History of Bengal, pp. 47–52.

[8] West Bengal Estate Acquisition Act, 1953, Section 4.

References

Chaudhuri, B. B. (1986). Peasant history of Bengal. K. P. Bagchi.

Government of West Bengal. (n.d.). Murshidabad district gazetteer. State Government Press.

Guha, R. (1963). A rule of property for Bengal: An essay on the idea of permanent settlement. Mouton.

Office of the Registrar General, India. (1901–1951). Census of India reports. Government of India Press.

Sarkar, S. (1983). Modern India 1885–1947. Macmillan.

West Bengal Estate Acquisition Act, No. 1 of 1954. (1953). Government of West Bengal.

All rights reserved. © 2026